সংবাদ পরিষেবা
সেপ্টেম্বর ২০১৪
BOOK POST PRINTED MATTER
কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ,বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ সাময়িকী।

PROযুক্তি

২০/২৯

...পুরানো চাষ পদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতির চাষে এখন আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ একদিকে আমাদের চাষের জমি কমছে,অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। নতুন পদ্ধতির চাষে ফসলের গুণমান বাড়বে, মাটি ভাল হবে, পোকা-মাকড়ের হানা ঠেকানো যাবে। পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব এনে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর এজন্যই দরকার কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার...। রাঁচিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং এই কথাগুলো বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কৃষি-জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক মৌলিক গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি, জলবায়ু বদল-সহ ফসল উৎপাদন ও তার প্রচার উপযোগী লোকশক্তি তৈরি করবে এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনার ভেতর দিয়ে কি জিনশস্য আমদানি হবে! অথবা মনসান্টো বা দুঁপ্য-র দোসর হবে কি এই প্রতিষ্ঠান! প্রশ্ন আছে। ঘরপোড়া গরু তো তাই...।

মুখের ওপর?

২০/৩০

পেপসি-র সিইও, ইন্দ্রা নুয়ি ইতিমধ্যে দেখা করেছেন, কেন্দ্রীয় খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী হরসিমরাত কাউর বাদলের সঙ্গে। আর্জি, স্কুলের মিড-ডে-মিল-এ পেপসির 'তৈরি খাবার' সরবরাহ। মন্ত্রী বলেছেন,এই মুহূর্তে মিড-ডে-মিল-এ 'তৈরি খাবার' দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই, তবে শহরে মায়েরা, বিশেষ করে কর্মরত মায়েরা সময়াভাবের জন্য সন্তানদের টিফিন বক্সে এই স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাবার দিতে পারে। শ্রীমতী নুয়ি বলেছেন, আমরা এজন্যই নানা বৈচিত্রময়, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাবার তৈরি করেছি, আর চাইছি মিড-ডে-মিল-এ তৈরি খাবার সরবরাহ করে শিশুদের স্বাস্থ্যবান করে তুলতে। এখন কর্পোরেটকে না বললেও, সরকার কতদিন তা বজায় রাখবে সেটাই এখন দেখার...।

চাষির ভালো!

২০/৩১

সরকার ছোট শহরগুলিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। কারণ এতে চাষির তার ফলনের ভালো দাম পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। কেন্দ্রীয় খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী হরসিমরাত কাউর বাদল দিল্লিতে ডেভলপমেন্ট অব অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ক্লাস্টার নামে এক আলোচনাসভায় একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, চাষির সমৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার দায়বদ্ধ।

বাবা!

২০/৩২

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মিশন একটি প্রকল্প চালু করেছে। নতুন শিল্প তৈরি, চলতি শিল্পের প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ-উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প থেকে মোট ২৫ শতাংশ-সর্বাধিক ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এই সাহায্য দেওয়া হবে কারখানার জায়গা, যন্ত্রপাতি এবং পরিকাঠামো বিষয়ক কাজে। তবে জম্মু

কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, আন্দামান নিকোবর–এর জন্য বিশেষভাবে সর্বাধিক ৭৫ লক্ষ এবং সিকিমসহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইব্যাল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় সর্বাধিক ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক সূত্রে এখবর জানা গেছে।

শক্তিমান ২০/৩৩

গ্রামীণ এলাকাসহ সারা দেশে ২০১৩–১৪ অর্থবর্ষে অ–প্রচলিত শক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৫৩২২ কোটি ওয়াট। এর মধ্যে ৩১২৬ কোটি, ১২৩২ কোটি, ৬০৬ কোটি ও ৩৩৫ কোটি ওয়াট পাওয়া গেছে যথাক্রমে, বায়ু–শক্তি, বায়োগ্যাস, ছোট জলবিদ্যুৎ এবং সৌরশক্তি থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় অ–প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি ব্যবহারে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে উদ্ভাবিত ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে। মন্ত্রক থেকে আরো বলা হয়েছে যে, এই অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যুক্ত হবে বাড়তি ২৯৮০০ মেগাওয়াট।

খিদে শূন্য ২০/৩৪

২০১৩–১৪ অর্থবর্ষে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২৬৪৭.৭ লক্ষ টন। কিন্তু খুব রক্ষণশীল হিসেবও বলছে যে, ১২৫ কোটি মানুষের এই দেশে ১৭ শতংশ মানুষ ব্যাপক অপুষ্টির শিকার। এর থেকে প্রমাণিত হয়, বেশি উৎপাদন হলেই খিদে দূর হয় না। খিদে দূর করতে আগে খাদ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হয়।...অনেক মানুষ খাদ্য পায় না কারণ তাদের হাতে কাজ নেই...। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএও–র ডিরেক্টর জেনারেল জোস গ্রাজিয়ানো দ্য সিলভা একথা বলেছেন। দ্য সিলভা ব্রাজিলের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক 'জিরো হাঙ্গার' কর্মসূচির প্রধান ছিলেন। ব্রাজিলের 'জিরো হাঙ্গার' কর্মসূচি সারা পৃথিবীর কাছে এক দৃষ্টান্ত। যেখানে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, নাগরিক সংস্থা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে তিনি একসঙ্গে কাজ করার জন্য যুক্ত করেছিলেন। অন্যদিকে এই কার্যক্রম ১৮ প্রজাতির দানাশস্য, ডাল, তেলবীজ ও শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়েছিল। সঙ্গে সহজে খাদ্য পাওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য, ভরতুকি, নতুন প্রকল্প ও কাজ সৃষ্টির নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আইসিএআর–এর পুরস্কার নিতে ভারতে এসে এসবই শোনালেন সিলভা। কথাগুলো জানা গেল এফএও সূত্রে।

রাজাকার ২০/৩৫

বাংলাদেশের বিটি বেগুন চাষিরা ক্ষোভ উগরে দিলেন দেশের কৃষি গবেষণা সংস্থা (বারি)–র বিটি বেগুন বিষয়ক এক কর্মশালায়। তাঁরা বলেন, বারি আমাদের বোকা বানিয়েছে এই চারা দিয়ে। বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এই চারা তুলে দিয়েছিলেন গাজিপুর, জামালপুর, শেরপুর, রংপুর এবং পাবনা জেলার ২০ জন চাষির হাতে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য। ইউএসএডের এক প্রকল্পের মাধ্যমে মনসান্টো এবং তার ভারতীয় দোসর মাহিকোর তৈরি করা বিটি বেগুনের এই চারা সরবরাহ করা হয়েছিল ওই চাষিদের।

যে ২০ জন চারা পেয়েছিলেন তাঁদের ১৩ জনের সম্পূর্ণ এবং ৬ জনের আংশিক ফসল নষ্ট হয়েছিল। এজন্য তাঁরা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। শেরপুরের চাষি শাহজাহান মূলত বেগুন চাষ করে সংসার নির্বাহ করেন। তিনি বলেন, বিটি বেগুন চাষ করতে বলে বারি তাকে বোকা বানিয়েছে।

এইসবের পরেও বারি আগামী মরশুমে ১০০ চাষিকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বিটি বেগুনের চারা সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে। এছাড়া জিন পরিবর্তিত আলু এবং ধান (গোল্ডেন রাইস)–এর চাষও শুরু হবে। এই সংস্থা থেকে বলা হয়েছে, চাষিরা সম্পুর্ণ নির্দেশ না মানায় এই অসুবিধা হয়েছে। তাদের হিসেবে, ৯ জন চাষির বিটি বেগুন চাষ করে লোকসান হয়েছে। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

ভারত এবং ফিলিপিন্স–এ বিটি বেগুন প্রচলনে ব্যর্থ মাহিকো–মনসান্টো এখন বাংলাদেশে এর প্রসারে উঠে পড়ে লেগেছে। এতে ভারতসহ এই উপমহাদেশে বিটি বেগুনের চাষের বিপদ কমেনি। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৫টি রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে এবং এই সীমান্তের বেশিরভাগটাই ছিদ্রময়। এখনো পশ্চিমবঙ্গের বাজারে খুব সহজেই বাংলাদেশের বীজ ঢুকে পড়ে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অন্যরাজ্য তথা মায়ানমারের অবস্থাও তথৈবচ। ফলে খুব চালাকি করেই মাহিকো–মনসান্টো বাংলাদেশকে এই বীজ চাষের জন্য বাধ্য করেছে। যাতে চোরাপথে সারা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, যেখানে সব থেকে বেশি বেগুন হয়, সেখানে এই বীজ ছড়িয়ে দিতে। অতএব সাধু সাবধান!

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

প্রধানমন্ত্রী ভাবুন!

সুব্রত কুন্ডু

নতুন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হল। ১০০ দিন যদিও ৫ বছর কার্যকালের নিরিখে খুব একটা বেশি নয়। তবে তাবড় অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি ও সমাজের উপরতলার বাসিন্দারা বলছেন, মোদি শুরুটা ভালোই করেছেন। শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতি দেখে কেউ কেউ বলছেন, অর্থনীতির অভিমুখ ঠিকই আছে। আমার মনে হয়, এই সরকারকে আরো একটু দেখা দরকার। কারণ এই সরকারের আগের সরকারের থেকে গুণগত কোনো প্রভেদ এখনো অবধি দেখা যায়নি–অন্তত আর্থিক নীতি, বাজেট ইত্যাদির ক্ষেত্রে। ঢোকার আগে প্রধানমন্ত্রী খুব ঘটা করে সংসদ ভবনকে প্রণাম করলেও, সংসদকে এড়িয়ে রেলের ভাড়া অস্বাভাবিক বাড়ানো হয়েছে।

এই সরকার গরিবের সরকার বললেও, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দীপাবলিতে ৩০০ কোটি টাকার চিনে সামগ্রী না কিনে, দেশের গরিব কারিগরদের তৈরি সামগ্রী দিয়ে ঘর সাজান। সাধু উদ্যোগ। কিন্তু বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এফডিআই বা প্রত্যক্ষ বিদেশী লগ্নির রবরবা দেখলে সরকারের দ্বিচারিতা সামনে চলে আসে। একটি 'ভালো দিনের' বিজ্ঞাপনের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'আর খাব না মূল্যবৃদ্ধির মার, এবার মোদি সরকার'। পাঠক বিচার করবেন মূল্যবৃদ্ধির মার খাচ্ছেন কিনা বিচার করবেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে কৃষিপণ্য এবং তা থেকে প্রক্রিয়াকৃত সামগ্রীর দাম গত ১০০ দিনে কী হারে বেড়েছে।

নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশে ৫০ ভাগেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় কৃষি থেকে। মুহুমুহু স্লোগান তুলেছিলেন 'জয় কিষান' বলে। কেন 'জয় কিষান' তার ব্যাখ্যাও শুনিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন...কিষানদের ভালো রাখতে নতুন সরকার কিষানদের চূড়ান্ত গুরুত্ব দেবে, এর জন্য দরকার একটা জাতীয় সুসংহত কৃষি পরিকল্পনা ও প্রয়োগ। এতে একদিকে চাষির লাভ বাড়বে, অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই,কারণ অধ্যাপক এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কৃষি কমিশন এই কাজ ইতিমধ্যেই করে রেখেছে...। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের মধ্যে এই পরিকল্পনা আমরা রূপায়িত করব।

মোদিজি! ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। এখনো এই কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে একটা কথাও কোথাও শোনা যাচ্ছে না। অধ্যাপক স্বামীনাথন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। মন্ত্রকের নাম বদলে কৃষি ও কিষান কল্যাণ মন্ত্রক রাখার সুপারিশও তিনি করে এসেছেন আপনার কাছে। কিন্তু কিছুই এগোয়নি।

কৃষিবিদ এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে ২০০৪ সালে ইউপিএ ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই প্রতিশ্রুতি মতো ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মার্জ বা জাতীয় কৃষি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশন ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে অক্টোবর ২০০৬ অবধি মোট ৫টি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। যার মধ্যে দেশের কৃষি নিয়ে একটা সার্বিক পরিকল্পনার রেখাচিত্র আঁকা হয়েছিল। চাষিদের দুরবস্থা এবং আত্মহত্যার কারণ বিশদে পর্যলোচনা করে তারা বলেছিলেন, এর কারণ অসম্পূর্ণ ভূমিসংস্কার, জলের পরিমাণগত এবং গুণগত মানে খামতি, চাষে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার না পাওয়া, পর্যাপ্ত এবং সময় মতো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ না পাওয়া, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব, মৌলিক অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং অলাভজনক বাজার। তাঁরা দেখেছিলেন,এই সব সমস্যা আরো বাড়ে, যখন নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। সমস্যা দূর করতে তাদের সুপারিশ ছিল ভূমি, জল, প্রাকৃতিক সম্পদ, ঋণ ও বিমা, প্রযুক্তি, জ্ঞান, বাজার ইত্যাদির ওপর চাষির স্বাধীন অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এক কথায় যাকে 'কিষান স্বরাজ' বলা যায়।

কিন্তু রিপোর্ট পাওয়ার পর ৮ বছর কেটে গেলেও তা প্রয়োগের প্রয়োজন মনে করেনি ইউপিএ।নিন্দুকরা বলে,পূর্বতন কৃষিমন্ত্রী প্রথম দিকে ক্রিকেট এবং পরের দিকে মনসান্টো,দুঁপ্যসহ বহুজাতিক কোম্পানির ভারতে ব্যাবসা বাড়ানো ও তাঁর রাজ্যে আখের চাষ নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন।

১০০ দিন পূর্তির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তবে ১০০ দিনে না হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন,কিষান স্বরাজের জন্য,আপনাার প্রতিশ্রুতি মতো অবিলম্বে কৃষি কমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়নের ব্যবস্থা করুন।বিদেশী বহুজাতিকের খপ্পরে না পড়ে একাজটুকু করতে পারলে,বেশিরভাগ ভারতবাসী আপনাকে চিরকাল মাথায় করে রাখবে।

নারকীয়ডাম ২০/৩৭

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নারকোনডাম ধনেশপাখি বহুদিন ধরে বিপন্ন তালিকায় আছে। এইবার তার আরো বিপদ হল। এই ধনেশ পাখি আন্দামানে যেখানে আছে সেই দ্বীপটার নাম নারকোনডাম। এইবার ওই ধনেশ পাখির বাসার কাছে রাডার বসানোহবে। এই রাডার বসানোহবে দেশকে রক্ষা করতে।

এই রাডার বসালে জঙ্গলের কাঁচাপথ পাকা হয়ে যাবে। এই রাডার বসালে ধনেশ পাখির আরো ক্ষতি হবে। এখনই এখানে ধনেশ পাখির সংখ্যা ৩০০ তে এসে ঠেকেছে। রাডার বসালে কী হবে কে জানে। এইসব কথা বলেছেন জীববিদ্যার গবেষক বিবেক রাম চন্দন। বিবেক নারকোনডাম ঘুরে এসেই এইসব বলেছেন।

লে মূঢ় ২০/৩৮

মাদাগাস্কারে এক ধরনের বাঁদর আছে। এই বাঁদরটার নাম লেমুর। এই লেমুর ওখানে ৯০ শতাংশ লোপাট হয়ে গেছে। মাদাগাস্কারে জঙ্গল আস্তে আস্তে কমে আসাই লেমুর কমে আসার কারণ। এই বাঁদরের মজার মজার আচরণের জন্য বেশ নাম ডাক আছে। মাদাগাস্কায় এই বাঁদরের ৩৩টি প্রজাতি আছে। আবার নতুন প্রজাতি আবিস্কারও হচ্ছে। কিন্তু এই বাঁদর এখানে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। মাদাগাস্কায় জঙ্গল কমার কারণ অস্বাভাবিক দারিদ্র। অস্বাভাবিক দারিদ্রে কাঠ বিক্রির জন্য চুরি করে গাছ কাটা। গাছ কাটার ফলে লেমুরের থাকার জায়গা কমে যাওয়া। আবার এই দারিদ্রের জন্য লেমুর ধরে ধরে খেয়ে ফেলা। তবে এই সবের পাশে লেমুর বাঁচানোর কোনো তোড়জোড় নজর করা যাচ্ছে না।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

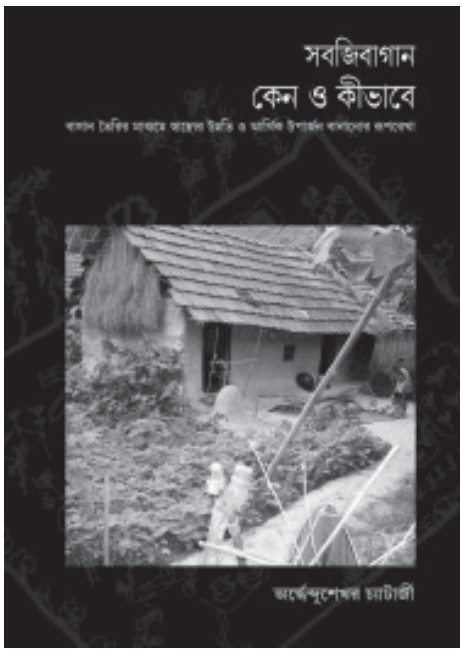

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা ৪৮, দাম ৩০ টাকা।

২৪৪২ ৭৩১১।।২৪৪১ ১৬৪৬।।২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু